শেয়াল বাবাজির বিয়ে

পীযূষ ঘোষ
(আগষ্ট, ২০০৯)

জানাই আপনাদের নমষ্কার
ছোট্ট এক রিপোর্টার

শীতের রাতে ফিরছি ঘরে
শাল শেগুনের ও পথ ধরে
বনের মাঝে আলোর ছটা
চুপটি করে গেলাম সেথা
পারলে লিখতে এই কাহিনি
দেবে আমায় মন্ত্রি করে।

পৌঁছে দেখি, ওমা এতো সাহেব সুবোর দল
বেশ মজেছে হাসি ঠাট্টায়, পাশে রঙিন জল
বুঝিনা তাদের ভাষা
তবু ছাড়ি নাকো আশা
যতই জটিল হোক
এতো রিপোর্টারের চোখ !

কেউ ব্যস্ত আপায়্যনে, কেউ ব্যস্ত কাজে
বুঝলাম আমি পৌঁছেছি এক বিয়ে বাড়ির মাঝে।

আধুনিক বর শেয়াল বাবাজি, থাকে সাগর পারে
বাড়ি গাড়ি টিভি ফ্রিজ চাকরী কম্পুটারে
বারমুন্ডার ওপর কোট পরনে
চোখে গগলস্, দুল এক কানে
তাঁতের শাড়ি কোনের গায়ে
মাথায় ঝুমকো, আলতা পায়ে।
হল্যান্ড থেকে আগমন কাঠবেড়ালি পুরুত
ধুতির সাথে টাই বেঁধেছে, মুখে লম্বা চুরুট
ফতুয়ার ওপর পানামা হ্যাট, নাপিত করে শুধুই কাকা
জানতে চাওয়ার আগেই বলে দ্যাশ্ আমার ঢাকা।

বর যাত্রি গোটা ষাট
বিরাট তাদের ঠাট্‌বাট
কারো উঁচু নিচু দাঁত
কারো মাথা গড়ের মাঠ।

আছে M.I.T -এর মাতাল হাতি, Stanford-এর গন্ডার
Caltech-এর নেকড়ে ডাকাত, NASA ভোঁদড় ডিরেক্টর।
Hopkins-এর মেধাবী গাধা, মাইক্রোসফ্‌টের বুড়ো বাঘ
Oxford ফেরত সিম্পাঞ্জির মাঝে মাঝেই হচ্ছে রাগ।
জরাজীর্ণ জলহস্তি, ভূমধ্যের সভাপতি
হুঙ্কার ছাড়ে জার্মান শেপার্ড, মুশকিল বোঝা মতিগতি।
অ্যান্টরটিকার সাদা ভালুক, হাতে নিয়ে স্যালমন্‌
চিনের প্রাচিরের পাহারাদার, পৌঁছে গেছে বানরগন।

গায়ে হলুদের সাজ, দেখে চক্ষু চড়কগাছ
র‍্যাস্‌বেরি, সাদা টুনা
মারগারিটা আট-দশ খানা
ব্লু-ক্র্যাব, আপেল পাই
(হলুদ বিরল-), পেন্টস্‌ আছে তাই।

নেক্‌টাই পরে খরগোশ দল, ক্যাটারিং-এ ব্যস্ত
মেনু লিষ্টের প্রথমেই আমসত্ত্ব দিয়ে শুক্ত
ওলের কচুরী আর পটলের বেগুনি
করলার মালায় কোপ্তা, পোস্তর চাটনি
কুদরি ঝিঙের মালাইকারী, বাছাই মোরোলার কালিয়া
পাতুড়ির জ্যান্ত মাগুর পাতে পড়ে লাফিয়া
রেগে সিংহসাহেব বলেঃ "এ কি হয়েছে খাবার !
রইল এ সব গেঁয়ো জিনিস, সময় হয়েছে যাবার"
কোনের মাসি মৃগয়া বলে জোড় হাত করে
"বরকর্তার কোলেষ্টরাল, তাইতো এমন পুষ্টিকর আহার"

সাজলো বাসর ঘর
আসছে কনে বর
নাচবে গাইবে সবাই
জমবে এই আসর।

কোকিল ধরলো ক্লাসিক্যাল, বুলবুলি দাড়িবুড়োর গান
বেড়াল জুড়লো ভারতনাট্টম, কত্থক্‌ কাকাতুয়ার প্রান

রেগে গেলেন মেজকর্তা রয়্যাল বেঙ্গল, বললেনঃ "দূর ছাই
হচ্ছে কি সব ঘ্যানর ঘ্যানর- পপ্ আর ব্রেক্ চাই"
চন্দনা ভয়ে ভৈরবি থামায়, জিরাফ গোটায় তানপুরার তার
ময়না বুঝলো গানের খাতাটা আনাই আজ হোলো সার
এবার অ্যাল্‌সেসিয়ান ধরল রক, বুল ডগের সব ড্রামের সাজ
ভালুর বেলি ড্যান্স দেখে চক্ষু সবার চড়ক গাছ
হায়না যখন করলো শুরু ব্রেক্ ড্যান্সের তোড়জোড়
"অপসংস্কৃতি, অপসংস্কৃতি", বলে পঞ্চায়েত ঘোড়া লাগায় দৌড়।

পুব আকাশে ফুটলো আলো
কোনে বিদায়ের সময় হোলো
যাবে কোনে সাগর পারে
স্বপ্ন নিয়ে সারে সারে।

লিখবো এই বিয়ের কথা, জানবে দেশের লোক
রইলো সবার শুভেচ্ছা, নব-দম্পতি চির সুখি হোক ।।